দৈনিক ইত্তেফাক
96
তারিখ ... ২১।২।২০০০ ......
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৯ ......

মাহি

শিক্ষা প্র
...ক্ষা কার্য...

প্রায় শত বছরের প্রাচীন কুমির... ...চ্চ বিদ্যালয় ও ফৌজদারহাট উচ্চ... ...দালয়কে সরকারী করার জন্য স্থানী... ...নসাধণের পক্ষ হইতে দাবী জানানো... ...হইয়াছে। সীতাকুণ্ড থানায় পর্যাপ্ত...

একুশ □ যেভাবে হ...
মাতৃভাষা

পান্নু খালেক

আজ মহান একুশে ফেব্রুয়ারী। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বের প্রায় ১৯১টি দেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সংগে এই প্রথমবার দিবসটি পালন করছে। বাঙালির জীবনে এ দিবসটি শোকার্ত হলেও বিশ্বজনের একুশের স্মৃতির প্রতি স্বীকৃতি, আমাদের বিশ্বজয়ী করে তুলেছে। এ আমাদের জীবনের অনন্যদিন, গৌরবের দিন এবং আত্ম অহংকারের দিন।

১৯৫২ সালের এদিনে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের ভাইয়েরা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলো। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কেড়ে নেবার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলো। তাদের সেই রক্ত বৃথা যায়নি। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন সফল হয়েছে। ৭১-এ আমরা ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ৫২-এর ২১ ছিলো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম উন্মেষ বা জাগরণ। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সেই জাগরণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশকে নতুন করে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলেছে। এযেন একাত্তুরের মতো আর একটি বড় আইন। সমগ্র বাঙালি জাতির গৌরবের বিষয়।

আমাদের সকলেরই মনে আছে যে, তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বে সৃষ্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে সাতচল্লিশের পূর্বে থেকেই সমস্যা দেখা দেয়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে ওকালতি করেন এবং এই ওকালতির তীব্র প্রতিবাদ জানান ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। '৪৭-এর সেই তীব্র প্রতিবাদের পর ১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তমুদ্দান মজলিশ। অধ্যাপক আবুল কাশেম ছিলেন এর নেতৃত্বে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, শামসুল আলম, কমরউদ্দীন আহমদ, ফজলুর রহমান ভুঁইয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নূরুল হক, গাজীউল হক, তাসাদ্দুক হোসেন, আখলাকুর রহমান, আতাউর রহমান, শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, অলিআহাদ, তাজ উদ্দীন আহমেদ, আব্দুল মতীন প্রমুখ মহান ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। '৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারী করাচীতে পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের অধিবেশনে একাত্তরে শহীদ কুমিল্লার গণপরিষদ সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি সংবিধানের ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাকে রাখার প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রস্তাবটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং পাস হয় না। এরপর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও খাজা নাজিমুদ্দীনের পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ঘোষণা শুনে ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। যার পরিণতি '৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারী। প্রতিবছরই আমরা এদিবসটি পালন করি ও ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। কিন্তু এবারের একুশ উদযাপন শুধু আমাদের নয়। সারা বিশ্বে মাতৃভাষাকে সম্মান ও রক্ষার বা অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচার শপথ নিয়ে একুশ উদযাপিত হচ্ছে।

আমরা জানি– সারা বিশ্বে বার হাজারের বেশি স্বীকৃত ভাষা রয়েছে। আবার অবলুপ্ত হয়েছে অনেক ভাষা। একটি ভাষা স্থায়ী হয় বিরাট জনগোষ্ঠীর দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে এবং সেই জনগোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও দৈনন্দিন আচারণের প্রকাশ ঘটে সেই ভাষায়। ভাষার জন্য বাঙালি প্রাণদান, ভাষার অবলুপ্তি এবং স্ব-স্ব জাতি বা গোষ্ঠীর ভাষা রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের স্বীকৃতি জানিয়েছে গত ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা -ইউনেস্কো।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারীকে স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিকভাবে মাতৃভাষা দিবস পালনের জন্য প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে প্রস্তাব পাঠান ক্যানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম। তিনি ক্যানাডায় ১০ জনের একটি মাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপ এনামে একটি গ্রুপ গঠন করেন এবং প্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি পাঠান মহাসচিবের বরাবরে। তাঁর চিঠি পাঠানোর মূল বিষয় ছিলো এরকম ঃ

"বিশ্বের প্রতিটি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস প্রতিবছর পালন করা হোক এবং যেহেতু বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে, তার মর্যাদারক্ষা করেছে, সেজন্য ২১শে ফেব্রুয়ারীকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা হোক।"

২৩ জানুয়ারী জাতিসংঘের মহাসচিবের পক্ষে হাসান ফেরদৌস-এর

১৯৫৩ সালে একুশের প্রথম প্রভা...

লেখা একখানি চিঠি আসে রফিকুল ইসলামের কাছে। চিঠিতে প্রস্তাবটি জাতিসংঘের কোন সদস্য দেশ থেকে উপস্থাপনের কথা বলা হয়। এরপর রফিকুল ইসলাম '৯৮ সালের ২৯ মার্চ সাতটি ভাষাভাষী মানুষের স্বাক্ষরিত পূর্বের প্রস্তাবটি জাতিসংঘে উত্থাপনের জন্য কানাডীয় রাষ্ট্রের জাতিসংঘের দূতের কাছে অনুরোধ করেন। দূত পত্রটি তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য কানাডায় পররাষ্ট্র দপ্তর তা জাতিসংঘে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপনে অপারগতা প্রকাশ করে। এরপর রফিকুল ইসলাম সরাসরি উক্ত প্রস্তাবের চিঠিটি জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবরে পাঠান। তখন মহাসচিবের তথ্য কর্মকর্তা হাসান ফেরদৌস তাকে বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোয় যোগাযোগের অনুরোধ করেন। হাসান ফেরদৌসের কথামতো রফিকুল ইসলাম '৯৯-এর ১৯ ফেব্রুয়ারী ইউনেস্কোয় পাঠান। এক পর্যায়ে তিনি ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের পরিচালকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ভাষা বিভাগের পরিচালক আনা মারিয়া প্রস্তাবটি পড়ে খুশী হন এবং উৎসাহ বোধ করেন। তিনি তখনই রফিকুল ইসলামকে জানান ঃ ১। প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে হলে জেনারেল কনফারেন্স করতে হবে। ৩০তম অধিবেশন এ বছরের নভেম্বর/ডিসেম্বরে হবে।

২। প্রস্তাবটি সমর্থন করে যে কোনও একটি দেশ তার নিজের প্রস্তাব হিসেবে উপস্থাপন করবে।

৩। এ ব্যাপারে ইউনেস্কো ন্যাশনাল কমিশন-এর প্রস্তাবক হিসেবে তাদেরকে অনুরোধ করতে বলেন। দেশগুলো হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ, কানাডা, ফিনল্যান্ড, ইন্ডিয়া এবং হাঙ্গেরি।

মে থেকে অক্টোবর ১৯৯৯ পর্যন্ত রফিকুল ইসলাম উল্লিখিত ৫টি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৬ আগষ্ট ৯৯ হাঙ্গেরি প্রস্তাব সমর্থনের কথা জানায়। ভারত ও কানাডা চুপ থাকে। ফিনল্যান্ডও সমর্থনের কথা বলে। এরপর রফিকুল ইসলাম আমাদের শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিক্ষাসচিব সাথে সাথে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেককে জানান। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী... প্রধানমন্ত্রী স... শেষদিন ৯... দেন। ফ্যাক্স... হয়। জাতিস... অধিবেশন... প্যারিসে। ... কমিশন-২ ... ভাষা আন্দো... পাকিস্তানসহ ... সমর্থন জা... বাংলাদেশের ... সচিব ডক্টর ... সাইদুর রহমা... কমিশনার প্র... ফ্রান্সে বাংলা... চৌধুরী। ১৭ ... সাধারণ কন... হিসেবে গৃহীত... ফেব্রুয়ারী ... আন্তর্জাতিক ... পালনের ঐ... হয়।

আন্তর্জাতি... পালনের কা...

আনোয়ারার পার্কি এলাকার ইরিক্ষে...

আনোয়ারায়...

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) হইতে... ...সংবাদদাতা ॥ আনোয়ারার বিভি... ...এলাকায় ইরি ধান চাষের ধুম প... ...ছে। এলাকার কৃষকরা জমি... ...সেচের মাধ্যমে ইরি ধানের চা... ...করিতেছে। আনোয়ারার বারশ... ...পার্কি, বৈরাগ, পরীবিল, বোয়ালি... ...হিদণ্ডী, গহিরা, চাতরী, হাইলধ... ...মুরিয়া, বটতলী, ঝিওরী, বারখাই... ...তলার দ্বীপ, পূর্ব কন্যারা, পৈ... ...কানারাসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপ... ...ভাবে ইরি ধানের চাষ করা হইতেছে... ...কৃষকরা অক্লান্ত জমিতে সেচের ব্যব... ...করিয়া হাল অথবা পাওয়ার টিলারে... ...সাহায্যে জমি চাষ করিতেছে। ই... ...চাষের ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে ... ...আগ্রহ লক্ষ্য করা গিয়াছে। এব... ...আনোয়ারা এলাকায় আমনের ফ... ...ভাল হওয়ায় কৃষকরা আর্থিক দৈন... ...কিছুটা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে... ...ইরি ধানের ফলন ভাল হই... ...এলাকার কৃষকরা আর্থিকভাবে কি... ...স্বচ্ছলতা ফিরিয়া পাইবে বলি... ...জানা যায়। কৃষকরা জানায়, আ... ...য়ারা এলাকায় নদীর জোয়ারের প... ...সাকুর অথবা ডোবার পানি যথে... ...পরিমাণে পাওয়ার কারণে ইরি চা... ...তেমন অসুবিধা হয় না। তাহাছা... ...ডিপটিওবয়েলের মাধ্যমে সে... ...ব্যবস্থা করা হইতেছে কৃষিকাজে ... ...অনেক প্রযুক্তি প্রয়োগ করিবার কার... ...এখন অধিক ফলন পাওয়া যাইতে... ...আগের বলদের বদলে পাওয়ার টি... ...লারের সাহায্যে অনেক স্থানে জ... ...চাষ করা হইতেছে। ইরিধানের চ... ...এবং সার প্রাপ্তিতে কৃষকদের ... ...সমস্যায় পড়িতে হইতেছে ন... ...আমনের বাম্পার ফলনের পর এ...

Future